ফাইনালের জন্য কলকাতাকে ভাবা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে জানালেন ফিফা কর্তারা

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ ৬ অক্টোবর

সুব্রত দত্ত

কলকাতার জন্য একটা ভাল খবর দিয়ে শুরু করি।

অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনাল কলকাতায় হতে পারে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় এরকমই বলে গেলেন ফিফার কর্তারা। নিশ্চয়ই এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। সেটা হবে অক্টোবরে, আর একবার যুবভারতী পরিদর্শন করার পর। তবে ফিফা কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়ে গেলেন, ২০১৭-তে অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৬ অক্টোবর।

এর আগে জুনিয়র বিশ্বকাপের জন্য বিভিন্ন সময় যুবভারতীর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এসেছেন বিভিন্ন কর্তারা। তবে এদিনই প্রথম ফিফা থেকে ১০ জনের প্রতিনিধি দল এলেন বিশ্বকাপের ভেনু হিসেবে কলকাতার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং প্রধান সচিব সৈয়দ আহমেদ বাবাকে সঙ্গী করে যুবভারতী খতিয়ে দেখার পর আমরা নবান্নে গেলাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আসন্ন বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনা করতে। মুখ্যসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন আলোচনায়।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুরুতেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বিশ্বকাপের আয়োজন করতে যা যা সরকারি সাহায্য লাগবে, সব তিনি দেবেন। ৬ অক্টোবর উদ্বোধনের দিন শুনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করেন, কলকাতায় ক্রীড়াসূচি ফেলার সময় যেন দেওয়ালি, ছট পুজো কিংবা অন্যান্য উৎসবের দিনগুলি একটু দেখে নেওয়া হয়। যাতে কলকাতায় ম্যাচ করতে নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সমস্যা না হয়।

ফিফা প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। —অমিত ঘোষ

কলকাতাকে ফাইনালের ভেনু হিসেবে ভাবার কারণ বলতে গিয়ে ফিফা কর্তারা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, ফিফার থেকেও আইএফএর প্রতিষ্ঠা আগে। তাছাড়া কলকাতা হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা। তখন ফিফার কর্তারাই জানান, জুনিয়র বিশ্বকাপে যেখানে ফাইনাল হয়, সেখানেই উদ্বোধনী ম্যাচ করার নজির রয়েছে। এটা জেনেই অনুরোধ করেছি, ফাইনালের সঙ্গে বিশ্বকাপের উদ্বোধনটাও যদি কলকাতাতেই করা যায়। তবে ভারতে বিশ্বকাপ আয়োজনে ফিফার মূল কেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এখান থেকেই পৃথিবীর ২০৫ টি দেশে সরাসরি খেলা সম্প্রচার করা হবে। তাই বিশ্বফুটবলের মানচিত্রে খুব সহজেই পৌঁছে যাবে কলকাতার নাম। ফিফা ডট কমে কলকাতার নাম থাকা ছাড়াও বিশ্বকাপের যাবতীয় ব্র্যান্ডিংয়ে থাকবে আমাদের শহরের নাম।

২০১৭-র ৬ অক্টোবর বিশ্বকাপের উদ্বোধনের দিন ঠিক হওয়ার পাশাপাশি এদিনই কর্তারা জানিয়ে দিয়েছেন, মার্চ মাস থেকেই খেলা সংক্রান্ত সব ব্যাপারে কলকাতার দায়িত্ব নিয়ে নেবে ফিফা। তারপর থেকে ফেডারেশন, রাজ্য সরকার কারও কোনও ভূমিকা থাকবে না। সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হবে ওদের হাতেই।

এখানে ফাইনাল হলে, সেই সময় প্রচুর বিদেশি পা রাখবেন কলকাতায়। হিসেব কষে দেখা গিয়েছে প্রায় ৪৩ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে কলকাতায় বিদেশি মুদ্রার যোগান। যা আমাদের রাজ্যের আর্থিক পরিকাঠামো ঘুরিয়ে দিতে পারে। আর ফিফা কর্তারা জেনেছেন, বিশ্বকাপ হওয়ার জন্য আমাদের রাজ্য সরকারই সবার আগে গ্যারান্টি ফর্মে সই করেছে। তাই আমরা সবাই মিলেই চেষ্টা করছি, বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে বিশ্বমানচিত্রে কলকাতাকে উঁচুতে তুলে ধরতে।

(লেখক ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি)

সংস্কারের কাজে খুশি পরিদর্শকরা

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে যুবভারতীর সংস্কারের কাজ দেখে খুশি ফিফার প্রতিনিধিরা।

কোন পথে এগোচ্ছে মাঠ সংস্কারের কাজ, তা দেখার জন্য বৃহস্পতিবার শহরে এসেছিলেন ফিফার ১০ জন সদস্য। সঙ্গে সুব্রত দত্তর নেতৃত্বে ছিলেন লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি (এলওসি)-র নয় সদস্য এবং রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মুখ্যসচিব সৈয়দ আহমেদ বাবা এবং যুবভারতীর সিইও জ্যোতিস্মান চট্টোপাধ্যায়। মাঠ, ড্রেসিংরুম, প্রেস বক্স-সহ বিভিন্ন জায়গা খতিয়ে দেখেন তাঁরা। সব দেখার পর ক্লিনচিট দিয়ে যান যুবভারতীর কাজকে। 'ঐতিহাসিক যুবভারতী' বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেয়ে যাবে বলেই বলে যান তাঁরা।

যুবভারতী পরিদর্শনের পর সাংবাদিক সম্মেলন করেন ফিফা প্রতিনিধিরা। সেখানে ফিফার হেড অফ ইভেন্টস হাইমে ইয়ারজা বলেন, "যুবভারতী একটি ঐতিহাসিক স্টেডিয়াম। এখানে নেহরু কাপের মতো প্রতিযোগিতা হয়েছে। যেখানে খেলে গিয়েছে আর্জেন্টিনার মতো দল। এমন ঐতিহ্যপূর্ণ জায়গায় আগামী বছরের বিশ্বকাপ আয়োজন করার ছাড়পত্র পেতে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। অল্প সময়েই এখানে অনেক কাজ হয়ে গিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। বিশ্বকাপের মাধ্যমেই স্থানীয় সমাজ ফুটবলের প্রতি আরও আকর্ষিত হলে, তাহলেই ফুটবলের সার্বিক উন্নতি হবে।"